জামায়াত ত্যাগ করার শাস্তি সমূহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা
ইজতিমার সুন্নাতে ভরা

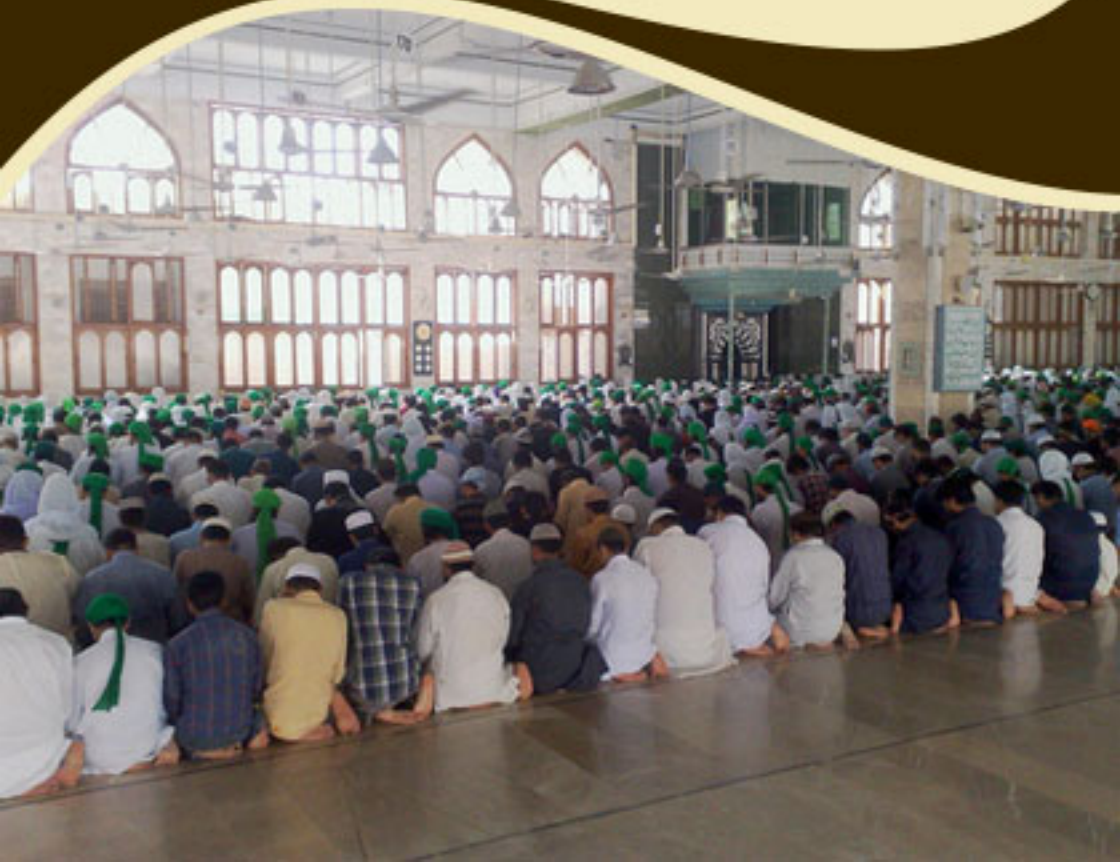

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে দরূদ শরীফ প্রেরণ করতে থাকে ফেরেস্তারা তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে। এখন বান্দার মর্জি হল কম পড়ুক বা বেশি।" (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫ম খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৫৬৮০)

কলিল রুজী পে দো কানাআত ফুযুল গুয়ী ছে দে দো নফরত,
দরূদ পড়তা রহো বাকছরত, নবীয়ে রহমত শফিয়ে উম্মত। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْ اعَنِّىْ وَلَوْاٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জামায়াত সহকারে নামায আদায় করার ফযীলত:

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'খন্ডে বিভক্ত কিতাব "উয়ূনুল হিকায়াত" যার মধ্যে প্রিয় উপদেশে ভরা ঘটনাবলী রচিত হয়েছে। এ সমস্ত সুন্দর সুন্দর ঘটনায়পূর্ণ উক্ত কিতাবের ২য় খন্ডে ২৭৩ নম্বর ঘটনা।

হযরত সায়্যিদুনা উবায়দুল্লাহ বিন ওমর ক্বাত্তরিরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি সব সময়ই ইশার নামায জামায়াতের সাথে আদায় করে থাকি। কিন্তু আফসোস! এক দিন আমার ইশার জামায়াত ছুটে গেল। জামায়াত ছুটে যাওয়ার কারণ এ ছিল যে, আমার কাছে একজন মেহমান এসেছেন। আমি তার মেহমানদারীতে রত ছিলাম। মেহমানের আপ্যায়ন শেষে যখন আমি মসজিদে গেলাম। তখন জামায়াত শেষ হয়ে গেল। তখন আমি চিন্তা করলাম এমন কী আমল করা যায় যাতে এই ক্ষতির পরিপূরক হয়ে যায়। তখন আমার মনে **আল্লাহ্ তাআলা**র **প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মহান বাণী স্মরণ আসলো: "জামায়াত সহকারে নামায একাকী নামায থেকে ২১ গুণ বেশি ফযীলত রাখে, এভাবে ২৫ এবং ২৭ গুণ বেশি ফযীলতেরও হাদীস বর্ণিত আছে।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, বাবু ফাদ্বলুস্ সালাতিল জামায়াত, ১ম খন্ড, ৬৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৪৬) আমি চিন্তা করলাম; ২৭বার নামায আদায় করে নেব, তবে খুব সম্ভব জামায়াত ছুটে যাওয়াতে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হয়ে যাবে। অতএব আমি ২৭বার নামায আদায় করে নিলাম। অতঃপর আমি ঘুমালাম। ঘুমের মধ্যে আমি আমাকে কিছু ঘোড়া আরোহীর সাথে দেখলাম। আমরা সবাই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কোথাও যাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ঘোড়ার আরোহী আমাকে বলল: তুমি তোমার ঘোড়াকে অযথা কষ্ট দিওনা। অবশ্যই তুমি আমাদের সাথে চলতে পারবেনা। তখন আমি বললাম: কেন আমি আপনাদের সাথে চলতে পারবনা? তখন বলা হলো: কারণ আমরা ইশার নামায জামায়াত সহকারে আদায় করেছি। (উয়ূনুল হিকায়াত, ২য় খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের আবশ্যকতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের জানা হলো যে, জামায়াত ছুটে যাওয়ার পর কেউ যদি এই নামায ২৭বার পর্যন্তও আদায় করে নেয় তারপরও জামায়াত সহকারে নামায আদায় করার সমান সাওয়াবের অধিকারী হতে পারবেনা। অবশ্যই জামায়াতে নামায আদায় করার ফযীলত সতন্ত্রই। যা জামায়াত বিহীন নামাযে অর্জন হয়না। অতএব আমাদের উচিত বা-জামায়াত ও নামায আদায় করার জন্য সময়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা এবং নিজের কাজ-কর্ম, পরিবার পরিজনের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনাদির উপরে নামাযকে প্রাধান্য দেয়া। কেননা, এমন কোন আমল নেই যা নামায থেকে বেশি গুরুত্ব পাওয়ার উপযোগী। **আল্লাহ্ তাআলা**র ২৮ পারার সূরা মুনাফিকুন এর ৯নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝۹

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে **আল্লাহ্**র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে, তবে ওই সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

মুফাস্সীরিনে কেরামের একটি দলের মতে, এই আয়াত শরীফে বর্ণিত "ذِكْرِ اللّٰه" দ্বারা উদ্দেশ্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায। অতএব যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ, ক্রয়-বিক্রয় অথবা নিজের পেশা বা সন্তান-সন্ততির কারণে নামাযগুলোকে আপন ওয়াক্ত মোতাবেক আদায় করতে অলসতা করবে নিশ্চয়ই সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে। (কিতাবুল কাবায়ের, আল কবীরাতুর রাবেয়া ফি তারফিস্ সালাত, ২০ পৃষ্ঠা)

পবিত্র কুরআনের আরেক স্থানে নামায আদায়কারীদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন:

www.dawateislami.net

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿۴۲﴾
قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿۴۳﴾
(পরা- ২৯, সূরা- মুদাস্সীর, আয়াত- ২২,২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তোমাদেরকে কিসে দোযখে নিয়ে গেছে, তারা বলে: আমরা নামায পড়তাম না।

সায়্যিদুল মুবাল্লিগীন, রাহমাতুল্লীল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "বান্দা থেকে কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম যে আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। তাহচ্ছে তার নামায। যদি তার নামায সহীহ শুদ্ধ হয়, তবে সে মুক্তি ও সফলতা অর্জন করবে। আর তাতে যদি অসম্পূর্ণতা থাকে, তবে সে ধ্বংসে পতিত হবে।" (জামে তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত, ... বাবু মা-জা আন্ আউওয়ালু মা ইয়ুহাসাবু ....., ১ম খন্ড, ৪২১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪১৩, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পবিত্র হাদীস সমূহের মধ্যেও নামাযের পদ্ধতি, নামায আদায়ের ফযীলত এবং না পড়ার শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। যা থেকে নামায পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। **মদীনার তাজেদার, দো'আলমের মালিক ও মুখতার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: **"আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা আদায় করেছেন এবং তার হক্ব-কে মামুলী মনে করে তা নষ্ট করেনি তবে **আল্লাহ্ তাআলার** যিম্মাদারীতে তার জন্য এ ওয়াদা যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আদায় করলোনা, তার জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** যিম্মাদারীদের এই ওয়াদা নেই যে, ইচ্ছা করলে তাকে আযাব দিবে এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবু বিতর, বাবু ফি মান লাম য়ুতরা, ২য় খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪২০)

নারে জাহান্নাম ছে তু আমাঁ দে, খুল্দ বারী দে বাগে জিনা দে।
ওয়াসেতা নু'মান বিন সাবিত কা, ইয়া আল্লাহ্ মেরী ঝুলি ভরদে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জামায়াত সাথে নামায আদায় করঃ

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পবিত্র কুরআন আর যে সমস্ত হাদীসে পাক সমূহে যেখানে যেখানে নামায আদায়ের নির্দেশ এসেছে, ওই নির্দেশনার উদ্দেশ্য নামাযের সমস্ত ফরয ও ওয়াজিব ইত্যাদির সাথে আদায় করা। আর নামাযের ওয়াজিবগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম যে, তা জামায়াতের সাতে পড়া। পারা নং ১, সূরাতুল বাকারার ৪৩ নং আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে;

وَ اَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِیْنَ ﴿۴۳﴾ (পারা-১, সূরা- বাকারা, আয়াত- ৪৩)	**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** এবং নামায কায়েম রাখ, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।

তাফসীরে খাযিনের মধ্যে রয়েছে: এই আয়াতের নামায জামায়াত সহকারে পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। যেমনটি বলা হয়েছে নামায আদায়কারীদের সাথে জামায়াত সহকারে নামায পড়। (তাফসীরে খাযিন, পারা- ১, সূরা- বাকারা, আয়াত- ৪৩, ১/৪৯)

পবিত্র কুরআনের আরেক স্থানে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿۴۲﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَ قَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَ هُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿۴۳﴾

(পারা- ২৯, সূরা- ক্বলম, আয়াত- ৪২-৪৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যে দিন এ সাক্ব উম্মুক্ত করা হবে (যার প্রকৃত অর্থ **আল্লাহ্**ই জানেন) এবং সাজদার প্রতি আহ্বান করা হবে, অতঃপর তা করতে পারবে না, নজর নিচু করে, তাদের উপর লাঞ্ছনা আরোহন করে থাকবে এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে দুনিয়ায় সাজদার প্রতি আহ্বান করা হতো, যখন তারা সুস্থ ছিলো।

হযরত ইব্রাহীম তায়মী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ্ তাআলার** এই মহান বাণীর তাফসীরের মধ্যে বর্ণনা করেন: ঐদিন কিয়ামতের দিন হবে, সে দিন তাদের লজ্জা এবং অপমানের হবে। কেননা, দুনিয়ার মধ্যে যখন তাদেরকে সাজদার দিকে ডাকা হতো তখন তারা সুস্থ্য থাকা সত্ত্বেও নামাযের মধ্যে হাযির হতোনা। হযরত সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

কা'বুল আখবার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: "খোদার কসম! এই মোবারক আয়াত, জামায়াত ত্যাগকারীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন শরয়ী ওযর ব্যতীত নামাযের জামায়াত ত্যাগকারীদের জন্য এর চেয়ে বেশি আর কী শাস্তি হতে পারে। (তাফসীরে কুরতুবী, ৯ম খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা, সূরাতুল ক্বলম, আয়াত- ৪২-৪৩)

জামায়াতের সাথে নামায আদায়ঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কোন শরয়ী ওযর ছাড়া জামায়াতে নামায না পড়ার কারণে কাল কিয়ামতের দিন আযাব ও শাস্তির এবং লজ্জিত ও অপমানিত হতে হবে। তাই কোন শরয়ী ওযর ছাড়া মসজিদের জামায়াত যাতে ছুটে না যায়। আসুন তার গুরুত্ব জানার জন্য কিছু হাদীস শরীফ শুনি:

যদি জামায়াত ছুটে যাওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে জানতে, তবে.....

হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যদি জামায়াতে নামায ত্যাগকারী একথা জানত যে, এই জামায়াত ত্যাগ করা কেমন? তবে সে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হয়ে যেত।" (আল মুজামুল কাবীর, ৮ম খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৮৮৬)

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে মদীনা, সূরুরে ক্বলব সীনা, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন (গ্রাম/ শহর) অথবা জঙ্গলময় স্থানে তিনজন লোক উপস্থিত থাকেন, আর নামাযের জামায়াতের ব্যাবস্থা করা হয়না, তবে তাদের উপর শয়তান নিয়োজিত হয়ে যায়। জামায়াতকে খুব জরুরী মনে কর। কেননা, বাঘ ঐ ছাগল/ ভেড়াকেই খায় যে তার দল থেকে দূরে থাকে।" (সুনানে নাসাঈ, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৪৪)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণনা করেন; এই পবিত্র হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে; জামায়াত ত্যাগকারীর উপর শয়তান বিজয়ী হয়ে যায় এবং তার উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। বাঘ যেমন পাল বিহীন একাকী ছাগল/ ভেড়াকে আক্রমণ করে। আর এই হাদীস শরীপে তিনজনের সংখ্যা এজন্য উল্লেখ করেছেন যে, বহুবচন কমপক্ষে তিনজনের

www.dawateislami.net

প্রয়োজন। তাছাড়া এ হাদীস দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, যদি কোন স্থানে দু'জন ব্যক্তি থাকেন আর তারা একাকী নামায আদায় করে নেয় তবে গুনাহগার হবেনা। (শরহে আবু দাউদ, কৃত: বদরুদ্দীন আইনী, ৩/১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানরা জামায়াতের সাথে নামায পড়ার দরুন যেখানে পরস্পরের মধ্যে মুহাব্বত ও ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি হয়, ওখানে ঐ নামাযের সাওয়াবও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। পবিত্র হাদীস সমূহের অনেক স্থানে জামায়াতের সাথে নামায আদায়কারীর জন্য অনেক সাওয়াব এবং অনেক পুরস্কারের সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে: আসুন আমরা চারটি বাণী মোবারক শুনি, যা **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(১) "যিনি পরিপূর্ণ ভাবে অযু করেছে অতঃপর ফরয নামাযের জন্য বের হয়েছে এবং ইমামের সাথে ফরয নামায পড়েছে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (সহীহ ইবনে হুযায়মা, ২/৩৭৩, হাদীস- ১৪৪৯)

(২) "**আল্লাহ্ তাআলা** জামায়াতে নামায আদায়কারীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।" (মুসনাদে আহমদ, ২/৩০৯, হাদীস- ৫১১২)

(৩) "জামায়াত সহকারে নামায আদায় একাকী নামায পড়া থেকে ২৭গুন বেশি উত্তম।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, বাবু ফাদ্বলিস সালাতিল জামায়াত, ১/২৩২, হাদীস- ৬৪৫)

(৪) "যখন বান্দাগণ জামায়াত সহকারে নামায পড়েন অতঃপর **আল্লাহ্** এর কাছে নিজের প্রয়োজনাদীর ব্যাপারে প্রার্থনা করেন তখন **আল্লাহ্ তাআলা** এমন হওয়া থেকে লজ্জাবোধ করেন, যাতে তার প্রার্থনানুসারে বান্দার প্রয়োজন মিঠানোর পূর্বেই সে ফিরে যাবে। (অর্থাৎ বান্দা মসজিদ থেকে ফিরে যাওয়ার পূবেই **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রয়োজন মিঠিয়ে দিবেন)।" (হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৭/২৯৯, হাদীস- ১০৫৯১)

মাই সাথ জামায়াত কে পড়হু সা-রি নামাযে,
আল্লাহ্! ইবাদতমে মেরে দিল কো লাগাে দে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনেছেন তো! জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে। জামায়াতের সাথে নামায আদায়কারী এমন সৌভাগ্যবান যে, জামায়াতে অংশগ্রহণের দরুন নামাযের সাওয়াব ২৭গুণ বেশি পাওয়া যায়। এমন ব্যক্তিরা **আল্লাহ্**র প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়ে যায়। তাদের প্রার্থনাগুলো গ্রহণযোগ্যতার সৌভাগ্য অর্জন করে এবং নামাযের ইচ্ছায় ঘর থেকে বের হওয়া থেকে প্রতিটি কদমে কদমে সাওয়াব পাওয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত জামায়াতের অপেক্ষায় বসে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযের সাওয়াব অর্জিত হবে। মোটকথা জামায়াতে নামায আদায়কারীর জন্য উপকার আর উপকারই। আর যে ব্যক্তি ৪০ ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে আদায়কারী হন সে তো খুব ভালো ফলাফলের অধিকারী হন। যেমন-

প্রিয় মুস্তফা, কা'বা কি বদরুদ্দোজা, তায়্যবাকে শামসুদ্দোহা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ৪০ দিন জামায়াত সহকারে নামায পড়বে এবং তাকবীরে উলাও পাবে, তার জন্য দু'টি পুরস্কার লিখে দেয়া হবে এক নম্বর দোযখ থেকে মুক্তি দ্বিতীয়ত মুনাফেকী থেকে পরিত্রাণ।" (জামে তিরমিযী, আব ওয়াবুস সালাত, বাবু মাজা ফি ফদ্বলিত, তাকবীরে উলা, ১ম খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ৪০ দিন পর্যন্ত তাকবীরে উলার সাথে নামায আদায়কারী মুনাফেকীর মতো খারাপ অভ্যাস থেকে রক্ষাপাবে শুধু তাই নয় বরং জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকেও পরিত্রাণ পাবে। হযরত সায়্যিদুনা শরফুদ্দীন হুসাইন বিন ত্বিবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: নিফাক থেকে পরিত্রাণ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই, দুনিয়ার মধ্যে মুনাফেকী আমল থেকে মাহফুজ থাকবে এবং সে মুখলেসীনদের মতো আমল করার তাওফীক হবে এমন কি পরকালে জাহান্নামের আগুন যেসব কারণে মুনাফিকদের আযাব দেয়া হয়। অথবা উদ্দেশ্য এযে, তার জন্য এ সাক্ষী দেয়া হবে যে, এ মুনাফিক নয়। কেননা, মুনাফিক যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন অলস ভাবে দাঁড়ায়। যখন তার অবস্থা উল্টো হয়। (শরহে ত্বিবী, ৩য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জামায়াত সহকারে নামায আদায় করার এমন বরকত ও ফযীলতের ব্যাপারে জানার পরও তাতে অলসতা করা কতই আশ্চর্য! বরং

www.dawateislami.net

আফসোস! জামায়াতের পরোয়া করা তো দূরের কথা এমনকি নামায পর্যন্ত কাযা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এতেও বিন্দুমাত্র দুঃখবোধ নেই। কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তীদের আবস্থা এমন ছিলো যে, তাঁদের যদি কোন সময়ে তাকবীরে উলা ছুটে যেত তখন তারা এমন আফসোস করতেন যেন তাদের বহু গুরুত্বপূর্ণ কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। এ সম্মাণিত পূর্ব পুরুষগণ দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ থেকে তাকবীরে উলার সাথে নামায আদায় করাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক মনে করতেন, আর মূলতও তাই। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে যে; পূর্বকার সালেহীন ও বুযুর্গগণের দৃষ্টিতে জামায়াত সহকারে নামাযের এমন গুরুত্ব ছিলোযে, এদের মধ্যে যদি কারো তাকবীরে উলা ছুটে যেত, তখন তারা তা ছুটে যাওয়ার জন্য ৩ দিন পর্যন্ত আফসোস করতেন অনুশোচনা করতেন। আর কারো যদি জামায়াত ছুটে যেত তাহলে তারা ৭ দিন পর্যন্ত শোকসন্ত্রস্থ থাকতেন। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৬৮ পৃষ্ঠা) আমাদের উচিত, আমাদের মাঝে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করার প্রতি গুরুত্ব ও প্রেম সৃষ্টি করা এবং আমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে তাদের জীবনের শুরু থেকেই জামায়াত সহকারে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

তাকীরে উলা ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে পুত্রকে সাবধান করা:

ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: এক বদরী সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁর আপন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি আমাদের সাথে জামায়াত সহকারে নামায আদায করেছ? ছেলে উত্তরে বলল: জী, হ্যাঁ! তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি তাকবীরে উলা পেয়েছ? ছেলে উত্তর দিল: না। তখন ঐ বদরী সাহাবী বললেন: জামায়াতে নামাযের যে অংশ তোমার থেকে ছুটে গেছে, তা কালো রং বিশিষ্ট ১০০ উটের চেয়েও বেশি উত্তম। (মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক, ১/৩৯১, হাদীস- ২০২৫)

সন্তানকে মসজিদের থাকার শিক্ষা:

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁর সন্তানকে উপদেশ করতে গিয়ে বলেন: হে আমার সন্তান! মসজিদ তোমার ঘর হওয়ার চাই। নিঃসন্দহে আমি

www.dawateislami.net

আল্লাহ্র হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে: "মসজিদ মুত্তাকীদের ঘর, আর যার ঘর মসজিদ হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** তার ক্ষমা এবং রহমত ও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে পুলসিরাত তা নিরাপদে পার করানোর যামিনদার হবেন।" (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ৮/১৭২, হাদীস- ১)

মুখার চুল মুণ্ডিয়ে দিলেন!

হযরত সায়্যিদুনা সালিহ বিন কায়সান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুব কষ্ট ও নিষ্ঠার সাথে আপন ছাত্র হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর শিক্ষা দীক্ষার দেখাশুনা করছিলেন। একদা হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নামাযের জামায়াতে উপস্থিত হয়নি। সম্মাণিত উস্তাদ তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে তিনি বললেন: আমি তখন চুল আঁচড়াচ্ছিলাম। তখন উস্তাদ আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন: চুল পরিপাটি করাকে নামাযের উপর প্রাধান্য দিয়েছ? আর এই সংবাদ মিশরে তার পিতার নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। ঐ সময়ই তার পিতা একজন লোককে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সেখানে প্রেরণ করলেন। যে লোক মদীনা শরীফ পৌঁছার সাথে সাথেই প্রথমে তার চুল মুণ্ডিয়ে ছিলেন পরে অন্যান্য কথা বলেন। (সিরাতে ইবনে জওযি, ১৪ পৃষ্ঠা) শিক্ষা-দীক্ষার এমনই ফলাফল হলো, তিনি এমন ব্যক্তিতে পরিণত হলেন যার কাছে খারাপ চরিত্র বিন্দু মাত্রও ছিলোনা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনার মধ্যে ঐসব মাতা পিতার জন্য মাদানী ফুলের সুবাসিত শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে যেসব মাতা পিতা তার সন্তানদেরসে মাদানী অভ্যাস চরিত্র গঠনের প্রতি সদয দৃষ্টি রাখেন না। তাদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষার জন্য কত ব্যবস্থাপনা করে থাকেন অথচ নামাযের প্রতি একটু খেয়াল দেন না। স্মরণ রাখা দরকার সন্তানের দেখাশুনার নাম শুধু এটাই নয় যে, তাদের ভালো খাবার-দাবার ও পোষাক পরিচ্ছদের এবং তাদের সুখে রাখার প্রতি সযত্নবান হবেন। বরং তাদেরকে **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ ও আনুগত্যতার শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করারও মাতা পিতার দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। আজকাল এই ফিৎনা ফ্যাসাদের যামানার মধ্যে সন্তানদেরকে মাদানী অভ্যাসের শিক্ষা দেওয়া আরও

www.dawateislami.net

জরুরী হয়ে পড়েছে। নতুনত্ব আবিস্কারের রঙ্গিন প্রতারণা মুসলমান পরিবেশকে টিভি, ডিসএন্টিনা, ক্যাবল নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট, সোস্যাল মিডিয়া **(Social Media)**, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার **Miss Use** এবং অসৎ বন্ধু-বান্ধবের অসৎ ও গুনাহে ভরপুর অনুষ্ঠানে আমাদের চারপাশে আমাদেরকে ঘিরে রাখছে। আনন্দ-বিনোদন জ্ঞানের প্রসারতার নামে এসব যন্ত্রের অপব্যবহাররে বেহায়াপনা যে চারিদিকে প্রসারিত হচ্ছে, তা আর কারো অজানা নয়। এই ধ্বংসশীল পরিবেশের মধ্যে মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদেরকে ইসলামী অভ্যাসের অনুশীলন করানো অত্যন্ত জরুরী। নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে শিক্ষা দেয়ার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে নিজে এবং নিজের পরিবারের সকল সদস্যদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের মধ্যে দাখিল হয়ে যাওয়া। কেননা, যখন আমরা স্বয়ং মাদানী পরিবেশি অংশগ্রহণ করে নিব, মসজিদের মসজিদে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে দাওয়াতি কাজে লেগে যাব। মাদাণী ইনআমাত মোতাবেক জীবন যাপন করার জন্য মাদানী মন-মানষিকতা করে নেব। মাদাণী কাফেরঅয় সফর করে এবং অন্যকে করানোর প্রতি উৎসাহ দিব। প্রতি সাপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য মাদানী মুযাকার সময়মত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করব। ঘরের মধ্যে পাপাচারে লিপ্ত চ্যানেলগুলোর পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক মুবাল্লিগ ১০০% ইসলামী চ্যানেল অর্থাৎ "মাদানী চ্যানেল" আপন ঘরের মধ্যে চালু রাখব। তবেই **আল্লাহ্ তাআলা** রহমত ও দয়ার আশায় প্রথমে আমাদের চরিত্র সংশোধনের মাধ্যম হবে এবং সাথে সাথে আমাদের সন্তান-সন্ততির চরিত্র সংশোধন ও তাদেরকে মাদানী অভ্যাসে গড়ে তোলার কাজও সহজ হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে শিশু-কিশোরদের সুন্নাত মোবাবেক শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য দারুল মদীনা, জামেয়াতুল মদীনা এবং মাদ্‌রাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করেছে। যেখানে মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদেরকে সুন্নাত মোতাবেক বিশুদ্ধ শিক্ষা-দ্বীক্ষা দেয়া হচ্ছে। সন্তানদেরকে ভালো স্বভাব শিক্ষা দেয়ার জন্য মাদানী ফুর সংগ্রহ করতে মাকতাবাতুর মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৮

www.dawateislami.net

পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "তরবিয়্যতে আওলাদ" সংগ্রহ করে তা অধ্যয়ন করুন। এ কিতাবে সন্তানের লালন পালনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে কুরআন, হাদীস ও বুযুর্গ আলেমদের বিভিন্ন বাণী দ্বারা- যা শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে বিয়ে শাদী সহ জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। এ কিতাব শুধু নিজে পড়বে এমন নয় বরং অন্যকেও পড়ার উৎসাহ দিন। যাতে সাওয়াবে জারিয়ার মধ্যে শামিল হতে পারেন।

বিশেষ করে, শিশুদের জন্য এবং বড়দের জন্য তাদের চরিত্র গঠনের শিক্ষনীয় কিতাবাদি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিতাব রচনা করে প্রকাশিত করছেন। যেমন- ৪টি রিসালা প্রকাশিত হয়েছে। ঐ ৪টি রিসালা কী? ঐগুলোর নাম লিখে রাখুন এবং আজই তা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে এই রিসালাগুলোর মাধ্যমে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে আরও উপকারী নসীহত জানা যাবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

ঐ ৪টি রিসালা হচ্ছে এই: (১) নূর ওয়ালা চেহারা। (২) ফিরআউনের স্বপ্ন। (৩) ছেলে হলে এমন! (৪) মিথ্যুক চোর।

ইয়া রব! বাঁচা লে তু মুঝে নারে জাহীম ছে।
আওলাদ পে ভী বলকে জাহান্নাম হারাম হো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জ্ঞানী কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অবশ্য ঐ ব্যক্তিই জ্ঞানী। যিনি শুধু নিজেই দ্বীনের উপর আমল করেন না বরং তার আপন সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজনকেও সুন্নাতের আমলকারী বানান। জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার গুরুত্ব বোঝান। কেননা, ইবাদতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামায। আর তা মুক্তিরও মাধ্যম, বেহেস্তের চাবি। এজন্য নামাযের পরিপূর্ণ হিফাযত করা চাই এবং তার ওয়াক্ত অনুযায়ী জামায়াতের সাথে আদায় করা চাই। প্রায়ই দেখা যায়, লোকেরা ঘরে নামায পড়ে নেয়, মসজিদে উপস্থিত হওয়া ছেড়ে দেয়। আর তা শুধু

www.dawateislami.net

অলসতার কারণেই এই মহান সাওয়াব থেথে বঞ্চিত হয়। স্মতব্য যে, প্রত্যেক সুস্থ বিবেকবান, প্রাপ্ত বয়স্ক, আযাদ, জামায়াতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম ব্যক্তির উপর জামায়াত ওয়াজিব। কোন শরয়ী ওযর ব্যতীত এক ওয়াক্ত নামাযের জামায়াত তরককারী গুনাহগার এবং শাস্তির যোগ্য হবেন। আর কয়েকবার জামায়াত তরককারী ফাসেক, মারুদুদুশ শাহাদাত (অর্থ্যাৎ তার সাক্ষী অগ্রহণ যোগ্য) হিসেবে গণ্য হবে এবং কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। যদি পাড়া-পড়শিরা এতে চুপ থাকেন তাহরে তারাও গুনাহগার হবেন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৫৮২ পৃষ্ঠা)

জামায়াতে নামায আদায় করার গুরুত্ব এমন বুঝুন। আমাদের যদি একথা জানা হয়ে যায় যে, আমাদের কাছে ব্যবসার যে মাল-সামগ্রী আছে তা আমাদের কাছের শহরে এক-দু টাকা বিক্রি হবে, কিন্তু যদি এ মাল-সামগ্রী যদি আমাদের থেকে একটু দূরে সমূদ্রতীরবর্তী এলাকায় নিয়ে যায় তখন তা ২৭ টাকা করে বিক্রি করতে পারবো। তখন অবশ্যই প্রত্যেকই সমূদ্রতীরে গিয়ে নিজের মাল-সামগ্রী বিক্রয় করাকে প্রাধান্য দিবে। ২৭ গুণ লাভ করাকে কেউ ছেড়ে দিবেনা। কিন্তু আশ্চর্য! কয়েক কদম গিয়ে মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করলে ২৭ গুণ সাওয়াব পাওয়া যায়, এতদসত্ত্বেও লোকেরা তার কোন পরোযা না করে কোন শরয়ী ওযর ছাড়াই জামায়াত ছেড়ে বসে। বস্তুত সাহাবায়ে কিরামের এ আমল ছিলো যে, তারা জামায়াতের সাওয়াব অর্জন করার জন্য মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে মসজিদে চলে আসতেন।

হযরত সায়্যিদুনা আবু যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন; আমি হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তেকে শুনেছি, তিনি বর্ণনা করেছেন যে; আমার ঘর মসজিদ থেকে দূরে ছিলো, তাই আমি আমার ঘর বিক্রি করার ইচ্ছা করলাম। যাতে আমি মসজিদের নিকটবর্তী হতে পারি। তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে নিষেধ করলেন এবং ইরশাদ করলেন: "তোমার প্রত্যেক কদমের বদলে সাওয়াব অর্জিত হয়।" (সহীহ মুসলিম, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! জামায়াতে নামায পড়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামের কেমন উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পাঁচবার মাইলকে মাইল অতিক্রম করে

www.dawateislami.net

জামায়াতে শরীফ হওয়া তেমন সহজ কাজ নয় এরপরও শরীয়তের প্রতি আনুগত্যতা ও দ্বীনের প্রতি মুহাব্বতের কারণে এবং শুধু এজন্যই মসজিদে নববী শরীফের কাছে ঘর ক্রয় করেননি, যাতে দূর থেকে আসার যে বেশি পরিমাণ সাওয়াব, তা অর্জন করার জন্য। তার বিপরিতে আমাদের অবস্থা এ-যে, আমাদের ঘরগুলোর পাশেই আমাদের মসজিদগুলো। মসজিদ কিছু দূরে হলে পায়ে হেটে যেতে অলসতা যদি হয় তার জন্য গাড়ি, মোটর সাইকেলের মাধ্যমে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। মসজিদগুলোতেও কতো আরামদায়ক ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমাদের ভাগ্য কতোই মন্দ এরপরও আমরা জামায়াত সহকারে নামায আদায় করছিনা। ঐ সমস্ত লোক যারা শুধু অলসতার দরুন জামায়াতে নামায আদায় করেনা, তাদের উচিত গভীর মনোযোগ দিয়ে এই পবিত্র হাদীস শ্রবণ করা এবং বারবার তা চিন্তা করা আর যেন মাদানী ফুলের শিক্ষা অর্জন করে অলসতা অন্তর থেকে দূর করে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করে নেন।

রহমতের আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু সময়ে নামাযের মধ্যে কিছু লোককে অনুপস্থিত দেখলেন, তখন তিনি ইরশাদ করলেন: "আমি চাই যে, কাউকে আদেশদেই নামায পড়িয়ে দেয়ার জন্য। অতঃপর আমি ঐসমস্ত লোকদের কাছে যাই যারা জামায়াতে অনুপস্থিত এবং তাদের সহ তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেই।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ..., বাবু কারাহিয়াতে তাখিরোস সালাত ....., ৩২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫১-২৫২)

নামাযো মে মুঝে হারগিয না হো ছুসতি কভী আক্বা,
পড়ো পাঁচো নামাযে বা জামায়াত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন! **আমাদের প্রিয় আক্বা, মদীনা ওয়ালা মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিনি আপন উম্মতের প্রতি অশেষ দয়াবান। পুরোরাতই উম্মতের মাগফিরাত ও নাজাতের জন্য চোখের পানি প্রবাহিত করেন। এমন **দয়াবান করুণাময় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর শানে জালাল অবস্থায় ইরশাদ করেছেন: "যে সমস্ত লোক জামায়াতের সাথে নামায আদায় করেনা, আমার মন চাই

www.dawateislami.net

যে, ঐসমস্ত লোকদের ঘরগুলোকে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেই।” স্মরণ রাখাদরকার যে, এ ঘটনা দ্বারা যেন কেউ এমন ভূল ধারণা না করে, (**আল্লাহ্**র পানাহ) সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জামায়াতের সাথে নামায আদায় করতেন না। প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই কথার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন: এমহান বাণীর উদ্দেশ্য মুনাফিকদের দিকে। কেননা, কোন সাহাবীই কোন কারণ ছাড়া জামায়াত ও মসজিদের উপস্থিতি থেকে নিরাশ ছিলোনা। (মিরআতুর মানাজিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/১৬৮) সাহাবায়ে কিরাম তো মাজুর হওয়া সত্ত্বেও মসজিদে এসে জামায়াত সহকারে নামায আদায় করতেন। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে উম্মে মাকতুম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মদীনা শরীফে বিষাক্ত প্রাণীর বিচরণ বেড়ে গেছে। আমি তো অন্ধ আর আমার ঘরও অনেক দূরে এবং আমাকে নিয়ে যাবে যে, এমন কেউ নেই। এমতাবস্থায়, আমার জন্যকি ঘরে নামায আদায় করার অনুমতি আছে? তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি কী আযানের আওয়াজ শুন?” উত্তর দিল: হ্যাঁ! তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবার ইরশাদ করলেন: “তুমি নামাযের জামায়াতের হাযির হবে। কেননা, আমি তোমাকে অবকাশ দেওয়ার জন্য কোন সুযোগ পাচ্ছিনা।” (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবুত তাশদীদু ফি তারকীল জামায়াত, ১ম খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৫২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন যে, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, হযরত সায়্যিদুনা ইবনে উম্মে মাকতুম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও জামায়াত থেকে অবসর থাকার অবকাশ দেননি। আমাদের তো হাত-পা ভালো ও সুস্থ আছে, আমরা তো চোখে দেখতেছি আসা-যাওয়ার মধ্যে কোন প্রকার অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই এরপরও নফসে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে শুধু অরসতা আর অমনোযোগীতার কারণে জামায়াতে নামায পড়া থেকে বিরত থাকি। অথবা যারা জামায়াতের সাথে নামায আদায় করেন তারাও অনেক সময় কোন খাওয়ার দাওয়াতে চলে যান নামাযের জামায়াত বাদ দিয়ে। ভালো ভালো খাবার দারারের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন আর ওদিকে নামাযের জামায়াত যে চলে যাচ্ছে তার কোন

www.dawateislami.net

হুঁশ থাকেনা। তাই মেজবানেরও উচিত, যখন খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, তখন নামাযের সময়ের মধ্যে যেন না হয়। যদি কোন প্রকার দেরীর কারণে নামাযের সময় হয়ে যায় তখন মেজবান ও মেহমান উভয়ের উচিত সবাই মসজিদ উপস্থিত হওয়া। যদি কোন প্রকার শরয়ী ওযর পাওয়া না যায় তবে মসজিদে তাকবীরে উলার সাথেই উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। আর কোন প্রকার শরয়ী ওযর ব্যতীত মসজিদের জামায়াত ছেড়ে কোন ঘর বা অন্য কোন স্থানে যদি জামায়াত ক্বায়েম করেন এরপরও ওয়াজিব ত্যাগ করার শাস্তির বিধান বর্তাবে।

কুফরী অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার ভয়ঃ

প্রিয় ইসলাম ভাইয়েরা! স্মরণ রাখুন! ইফতার পার্টি, বিয়ে, ওলিমার দাওয়াত, ফাতেহা, ইছালে সাওয়াব, মোশায়ারা মাহফিল ইত্যাদি অনুষ্ঠানের কারণে মসজিদের ফরয নামাযের জামায়াত ত্যাগ করার কোন প্রকারের অনুমতি নেই। এমনকি যারা ঘর বা বাংলো অথবা কম্পাউন্ড ইত্যাতি তারাবীর নামাযের ব্যবস্থা করেন যার পাশে নিকটে মসজিদ আছে। তখন তাদের উপরও ওয়াজিব যে, প্রথমে মসজিদেই জামায়াত সহকারে ফরয নামায আদায় করে আসা। যারা কোন শরয়ী ওযর ব্যতীত ফরয নামায মসজিদে গিয়ে জামায়াত সহকারে আদায় করেনা, তাদের এ ভয় করা উচিত যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন। যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করেন যে, সে আগামীকাল কিয়ামত দিবসে **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট পরিপূর্ণ মুসলমান হিসেবে সাক্ষাৎ করবেন, তবে সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে আদায় করার অভ্যাস বানিয়ে নিন। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের নবীকে "সুনানে হুদা" এর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এই "সুনানে হুদা"র মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে আদায় করা অন্যতম। আর আপনি যদি ঘরের মধ্যে নামায পড়ে নিন। যেমনিভাবে অলস ব্যক্তির জামায়াতে না এসে ঘরে পড়ে নেয়, তবে আপনি আপনার **নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকেই ছেড়ে দিলেন। আর যদি **নবীর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে গোমরাহ হয়ে যাবেন। (মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৭) এই হাদীস শরীফ দ্বারা এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জামায়াতে নামায আদায়ে অভ্যস্ত

www.dawateislami.net

ব্যক্তিদের মৃত্যু উত্তম অবস্থায় হবে। আর যারা কোন শরয়ী ওযর ছাড়া নামাযের জামায়াত ছেড়ে দেয়, **আল্লাহ্**র পানাহ! তাদের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হওয়ার আশঙ্কা।

যেসব লোকেরা সময়ে অসময়ে অলসতার দরুন নামাযের জামায়াতে অংশগ্রহণ করেনা, তারা একটু লক্ষ্য করুন। আমাদের আক্বা, আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যদি আযান শুনার পর মসজিদে প্রবেশ করার জন্য ইকামতের অপেক্ষা করে, তবে গুনাহগার হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড,ত ১০২ পৃষ্ঠা। আল বাহরুর রায়েক, ১ম খন্ড, ৬০৪ পৃষ্ঠা) ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ঐ একই পৃষ্ঠা আরও বর্ণনা আছে যে, যে ব্যক্তি আযান শুনে ঘরের মধ্যে বসে থাকেন এবং ইকামত দেওয়ার সময়ের অপেক্ষা করেন তার সাক্ষীগ্রহণ যোগ্য নয়। (আল বাহরুর রায়েক, ১ম খন্ড, ৪৫১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যারা বাজারের মধ্যে দোকান সাজিয়ে বসে থাকেন আর কাজ কারবারের ঝামেলার দোহাই দিয়ে সময় কাটিয়ে দেন। আযান হয়ে যায়, জামায়াত চলে যায় কিন্তু তাদের কোন অনুভূতি পর্যন্ত থাকেন যে, তারা নামায পড়ে, তবে জামায়াত ছেড়ে দেয়। আবার এমনও অনেক সময় গল্প করে অথবা কাজের মধ্যে লিপ্ত থেকে জামায়াত তো দূরের কথা নামায পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। কিন্তু আফসোস! তারা একটু অনুশোচনা পর্যন্ত করেনা। **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্য প্রাপ্ত সৎপরায়ণ ব্যক্তিদের দৃষ্টি জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার গুরুত্ব বড় বড় রাজত্ব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন-

জামায়াতে নামায বাদশাহী থেকেও উত্তম:

হযরত মায়মুন বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মসজিদে আসলেন। তাকে বলা হলো: জামায়াত শেষ হয়ে গেছে এবং লোকেরা চলে গেছে। এটা শুনে তার মুখে অনিচ্ছাকৃত ভাবে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পড়লেন। অতঃপর বললেন: আমার দৃষ্টিতে এই জামায়াতে নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব ইরাকের রাজত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৬২৮ পৃষ্ঠা)

জামায়াত চলে যাওয়া আপন সন্তানের মৃত্যু থেকে বেশি কষ্ট দায়ক:

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা হাতেমে আসাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: একবার আমার জামায়াত ছুটে গেলে। তখন শুধু হযরত আবু ইসহাক বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সমবেদনা জানালেন। আর যদি আমার কোন সন্তান মারা যেতো তাহলে দশহাজারেরও বেশি লোক আমাকে সমবেদনা জানাতেন। আফসোস! লোকদের দৃষ্টিতে দ্বীনের মুসীবত দুনিয়ার মুসীবত থেকে সহজ হবে। (অথচ দুনিয়ার মুসীবত দ্বীনের মুসীবত থেকে সহজ, দ্বীনের মুসীবতই কঠিন)।

বাগানকে মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দিলেন:

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا বলেন: হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাঁর একটি বাগানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। যখন ঐ বাগান থেকে ফিরছিলেন, তা দেখে তিনি اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ পড়লেন আর বললেন: আমার আসরের জামায়াত ছুটে গিয়েছে তাই আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি আমার এই বাগান মিসকিনদের মাঝে সদক্বা করে দিব, যেন এটা আমার এই ভুলের কাফ্ফারা হয়ে যায়। (আয্যাওয়াজের আন ইকতিরাফিল কাবাইর, বাবু সালাতিল জামায়াত, আল কাবীরাতুল খামেছা ওয়া সামানুন, ১ম খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা)

اَللّٰہُ اَکۡبَرُ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গদের দৃষ্টিতে জামায়াত সহকারে নামাযের কী গুরুত্ব ছিল। তাঁদের দৃষ্টিতে সম্পদ, সন্তাত শেষ হওয়া থেকেও বড় মুসীবত হচ্ছে নামাযের জামায়াত ছুটে যাওয়া।

মসজিদ ভরা সংগঠন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামী সুন্নাতে ভরা একটি মাদানী সংগঠন। আর এই সংগঠনের শ্লোগান হচ্ছে: যেভাবেই হোক মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রত্যেক মাসুষই যেন ছোটকাল থেকেই সত্যিকারের নামাযী হয়ে যায়। আসুন আমরা সবাই মিলেমিশে এই ভালোকাজের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সহযোগীতা করি। নিজেও জামায়াতের সাথে নামায আদায় করাকে অভ্যাসে পরিণত করি এবং অন্যকেও এতে উৎসাহ দিই। যখন জামায়াতে নামায আদায় করার জন্য মসজিদের

www.dawateislami.net

দিকে যাব, তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দেয়া ৭২টি মাদানী ইনআমা থেকে ২নং মাদানী ইনআম এর উপর আমল করার নিয়্যতে অন্যকেও জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার উৎসাহ দিয়ে সাথে নিয়ে যায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের চেষ্টায় একজনও যদি নামাযী হয়ে যায়, তবে সে যতদিন নামায পড়তে থাকবে ততদিন তার প্রত্যেকটি নামাযের সাওয়াব আমদের আমাদের নামায়ও লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। কমপক্ষে ভালো কাজের দাওয়াত দেয়ার সাওয়াব তো অবশ্যই পাওয়া যাবে। যাদের নামায সহীহ শুদ্ধ নেই তাদেরকে নামাযের শিক্ষা দিবো। নামায, অযু, গোসল ইত্যাদির মাসায়ীল ও সুন্নাত সমূহ শিখার জন্য এশার পর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাত্র ৪০ মিনিটের "মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালেগান)" এর মধ্যে অংশগ্রহণ করি। এখানে নিজেও পবিত্র কুরআন শিক্ষা নিবে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়া হবে। আমাদের থেকে শিক্ষাকারীরা যখনই কুরআন তিলাওয়াত করবে, তখন আমরাও ঐ তিলাওয়াতের সাওয়াব পাব। আমরাও সুন্নাতের উপর আমল করব এবং অন্যকেও সুন্নাতের উপর আমল করার প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা দেওয়ার চেষ্টা অব্যহত রাখব। নিজ মহল্লা ও আশেপাশের এলাকায় ভালো কাজের দাওয়াত দেয়ার জন্য সুন্নাতে ভরা মাদানী কাফেলার সাথে সফর করে চারিদিকে ভালোকাজের দাওয়াত পৌঁছিয়ে মুসলমান ভাইদেরকে ভালো করার মিশনকে জোরদার করব। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সাওয়াবের স্তুপ হয়ে যাবে, আর উভয় জাহানে কামিয়াবী হওয়ার ওসীলা হয়ে যাবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুসলমানদের হিতকামনার্তে এবং তাদেরকে জামায়াত সহকারে নামায আদায় করানোর উৎসাহ দেওয়ার মতো মহান মিশনের মাধ্যমে তাদেরকে বর্তমানের দুঃসহ ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে সহজভাবে ভালোকাজ করার এবং গুনাহ থেকে বাঁচানোর যে পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছেন শরীয়াত তরীক্বতের বিপুল সম্ভার সেই "মাদানী ইনআমাত" থেকে একটি ইনআম হচ্ছে: আজ কি আপনি পাঁচ ওয়াক্ত

www.dawateislami.net

নামায মসজিদের প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে আদায় করেছেন? তাছাড়া আপনি কি আজকে কাউকে আপনার সাথে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্ঠা করেছেন?

যদি আমাদের থেকে প্রত্যেক নামাযী ইসলামী ভাই এই মাদানী ইনআমের উপর আমলকারী হয়ে যায়, তবে ঐ দিন আর দূরে নয় আমাদের মসজিদগুলো মুসল্লিতে ভরপুর হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

এখানে এটা অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, "তাকবীরে উলা" প্রথম তাকবীরকেই বলা হয়। এটাকে তাকবীরে তাহরীমাও বলে। এই তাকবীরে উলার সাওয়ার অর্জর করার জন্য আমাদের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করা হয়েছে যে, জামায়াতের প্রথম রাকাতের রুকুও যদি কেউ পায় তবে তাকবীরে উলার সাওয়াব অর্জন হবে। (আল ফাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩য় অধ্যায়, ৫০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জামায়াতের সাথে নামায পড়ার উপকারীতাও রহস্যঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জামায়াতের সাথে নামায আাদায় করাকে অভ্যাসে পরিণত করুন এবং নিয়মিত জামায়াত সহকারে নামায আদায় করাকে নিজের দৈন্দদিন গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নিন। যখন নামাযের সময় এস যাবে তখন সমস্ত কাজ-কর্ম ছেড়ে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার জন্য মসজিদে উপস্থিত হয়ে যান। জামায়াতের সাথে আমায আদয় করার অনেক রহস্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজেই প্রশ্ন করে উত্তর দেন যে, নামায কেন জামায়াতের সাথে পড়া হয়? এতে কী রহস্য? উত্তরে তিনি বলেন: জামায়াতের মধ্যে দ্বীনি ও দুনিয়াবি অনেক উপকারও রহস্য নিহিত রয়েছে। * **দুনিয়াবি উপকার ও রহস্য হচ্ছেঃ** জামায়াতের বরকতে গোত্রের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা বজায় থাকে। মুসরমান তাদের প্রত্যেকটি কাজের জন্য ইমামের মতো তারা তাদের সর্দার নিযুক্ত করেন, অতঃপর ঐ সর্দারের আনুগত্যতা করেন। যেমন- মুক্তাদিরা ইমামের আনুগত্য করেন। জামায়াতের দ্বারা একে অপরের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি হয়। প্রত্যহ পাঁচবার পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ, দোয়া ও সালাম

www.dawateislami.net

বিনিময়ের মাধ্যমে অন্তরের শত্রুতা দূর হয়। জাতির মাঝে সময়ের প্রতি সৎব্যবহার এবং সময়মত প্রতিটি কাজ করার ও সময়মত জামায়াত সহকারে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ে উঠে। জামায়াতের মাধ্যমে অহংকারীদের অহংকার চূর্ণ হয়, কারণ এতে রাজাকেও ফকীরদের সাথে এক কাতারে দাঁড়াতে হয়। তাছাড়া মসজিদে আমাদের ধর্মীয় সংগঠনের জরুরী পরামর্শসভা এবং মুসলমানরা যেখানে সমবেত হয়ে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের পরামর্শ করেন। মোটকথায়- জামায়াতের মাধ্যমে প্রতিদিন পাঁচবার মহল্লার পাঁচটি কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। * **দ্বীনি উপকারীতা হচ্ছেঃ** জামায়াতের যদি একজনের নামায কবুল হয় তবে সকলের নামাযই কবুল হয়ে যায়। জামায়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের একটি দল মহান প্রতিপালকের দরবারে হাযির হন। আর একথা প্রসিদ্ধ যে, শাসনকর্তার কাছে একাকী না গিয়ে দলবদ্ধ হয়ে যাওয়ার গুরুত্বই আলাদা। জামায়াতের মধ্যে মানুষ মাওলায়ে কায়েনাত রাব্বুল আলামীনের দরবারে ওকীল অর্থাৎ ইমামের মাধ্যমে আবেদন-নিবেদন করেন। যার ফলে এই আবেদন নিবেদনের গুরুত্ব বেড়ে যায়। মসজিদের পথে আসা-যাওয়ার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে ১০টি করে সাওয়াব অর্জিত হয়। জামায়াতের মাধ্যমে মানুষদেরকে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত আলেম-ওলামা, সুফি ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শণের শিক্ষা দেয়। (রাসাইলে নঈমীয়া, আসরারুল আহকাম, ২৮৮ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

মাইঁ পাঁচো নামাযে পড়ো বা-জামায়াত, হো তাওফীক এয়্যসা আ'তা ইয়া ইলাহী!
মাইঁ পড়তা রহোঁ সুন্নাতে ওয়াক্ত হী পর, হো সারী নাওয়াফিল আ'দা ইয়া ইলাহী!
দে শওক্বে তিলাওয়াত দে যওক্বে ইবাদত, রহো বা অযু মাইঁ সদা ইয়া ইলাহী!
হামেশা নিগাহো কো আপনে ঝুকা কর, করো খাশিয়ানা দোয়া ইয়া ইলাহী!
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্মঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজকের আলোচনায় আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার ফযীলত এবং জামায়াতে নামায আদায় করার জন্য গমণকারীর প্রতি কদমে কদমে সাওয়াব ও উচ্চ মর্যাদায়

www.dawateislami.net

উন্নিতকরণ আর গুনাহ ক্ষমার যে মহান সৌভাগ্য অর্জন ত্যাগ করার শস্তি হচ্ছে। জামায়াত ত্যাগ কারীর সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়। জামায়াত ত্যাগকারীর জন্য এ শাস্তি থেকে শোচনীয় আর কী হতে পারে যে, আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐসব লোকদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন: "যারা জামায়াত ছেড়ে দিবে আমার ইচ্ছে যে, যেন আমি তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেই।" আর জামায়াতের সাথে নামায আদায়ে অভ্যস্থ ব্যক্তির মৃত্যু ঈমানের উপর হবে, আর যারা কোন শরয়ী ওযর ছাড়া মসজিদের জামায়াতের প্রথম তাকবীর "তাকবীরে উলা" তরক করে তার জন্য কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করার আশংঙ্কা রয়েছে। এই জন্যই আমাদের উচিত **আল্লাহ্ তাআলার** ভয় করা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে তাকবীরে উলার সাথে আদায় করাকে নিজের দৈন্দদিন আমল করে নেয়া। আর নয়, স্মরণ রাখুন! কাল কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি সহ্য হবেনা। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে আদায় করার তাওফিক দিন। اٰمِين

بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাজিরান (ব্যবসায়ী) মজলিশ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নামাযকে জামায়াত সহকারে পড়ার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এবং নেকীর দাওয়াত প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রায় কমবেশি প্রায় ৯৭টি বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"তাজিরান (ব্যবসায়ী) মজলিশ"**। ব্যবসা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা প্রত্যেক দেশের মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত নয় বরং অনেক দেশের মূল চালিকাশক্তিই হচ্ছে ব্যবসা। কিন্তু দূর্ভাগ্য যে, ইলমে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে আজ মুসলমানদের একটি অংশ ব্যবসা বাণিজ্যের সোনালী মূলনীতির উপর আমল করা থেকে অপরাগ হয়ে রইলো। তাই কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** একটি মজলিশ যা তাজিরান মজলিশ নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার কাজ হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত লোকদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী রীতি-নীতি শিক্ষা

www.dawateislami.net

দেয়া। কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** এ মিশনকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এবং সকলকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করতে মাদানী উদ্দেশ্য বাজারগুলোতে মাদানী পরিবেশ গড়ে তুলতে মসজিদ অথবা অনুকুল কোন স্থানে ফয়যানে সুন্নাতের দরসের ব্যবস্থা করুন। যাকে চৌক দরস বলা হয়। চৌক দরস ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তিজারত কোর্স করারও ব্যবস্থা করা হয়। মাদানী চ্যানেলে নিয়মিত "আহকামে তিজারত" শীর্ষক আলোচনার অনুষ্ঠান রয়েছে। মোটকথা- ব্যবসা-বাণিজ্যকে ইসলামী নিয়ম-নীতির উপর পরিচালনা করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এসব ব্যবস্থাপনা সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ্ করম এয়্যসা করে তুজ পে জাহাঁ মে,
এয়্য দা'ওয়াতে ইসলামী তেরি ধুম মাছি হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশ বর্তমানে খুব সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এই মাদানী পরিবেশে এসে লক্ষ লক্ষ মানুষ গুনাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেকী ও সাওয়াবের কাজে জীবন যাপন করছেন। আসুন আমরাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যাই এবং নিম্নে বর্ণিত ১২ মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করে নিই। সেই ১২ মাদানী কাজের প্রথম নম্বর কাজ হচ্ছে: ফজরের নামাযের পর মাদানী হালকা। যাতে প্রতিদিন পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত কানযুল ঈমানের অনুবাদ সহ তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, তাফসীরে নূরুল ইরফান অথবা তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ফয়যানে সুন্নাতের দরস (৪ পৃষ্ঠা) এবং শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়া পড়া হয়। এরপর ইশরাক ও চাশতের নামাযও সালাত সালামের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি করা হয়।

www.dawateislami.net

পবিত্র কুরআনে করীম পড়া ও পড়োনো, বুঝা ও বুঝানোতে বড়ই বরকত নিহিত রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে মুকার্‌রম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কুরআনে করীম শিখে এবং অপরকে শিখায় আর পবিত্র কুরআন মোতাবেক আমল করে। কুরআন শরীফ তার জন্য সুপারিশ করবে এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।" (তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৪১মত খন্ড, ১-৩ পৃষ্ঠা। আল মুজামুল কাবীর লিত তাবারানী, ১০ম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৪৫০) অন্য এক হাদীস শরীফে রয়েছে: "যে ব্যক্তি কুরআনে করীমের একটি আয়াত অথবা দ্বীনের কোন একটি সুন্নাত শিক্ষা দিয়েছে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য এমন সাওয়াব (প্রতিদান) তৈরী করবেন যার থেকে উত্তম সাওয়াব (প্রতিদান) আর কারো জন্য হবেনা।" (জমউল জাওয়ামে লিস সুয়ূতি, ৭ম খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৪৫৪) ইত্যাদি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিষ্টার সাথে মাদানী হালকার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার নিয়্যত করে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ তার যথাযত বরকত অর্জিত হবে।

ফ্যাশন পূজারী এক যুবক মুবাল্লিগে সুন্নাত হয়ে গেল:

গুনাহের অভ্যাস ত্যাগ করে, সুন্নাতি জীবন গড়ে নিজের অন্তরকে ইশকে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শহর বানানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সদা সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন আপনাদের প্রেরণাদায়ক একটি ঘটনা শুনাই: "আন্দুর" নামক শহরে (**M.P.** ভারত) এর এক মর্ডান যুবক রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন (১৪২৬ হিঃ) দা'ওয়াতে ইসলামল আশিকে রাসূলদের সাথে ইতিকাফ থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশেও আশিকে রাসূরদের সাহচার্যের বরকতে ঐ যুবকের অন্তরের মধ্যে এক বিপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল। চেহারার উপর দাঁড়ির নূরানি চমক ফুটে উঠল আর মাথা সবুজ পাগড়িতে রৌশন হলো। এভাবে সে ১২ দিনের মাদানী কাফেলার সুন্নাতে ভরা সফর করে নিজেকে মাদানী নূরে নূরানী করে নিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** হয়ে গেল, এক নিয়মিত মাদানী হালকা মুশাওয়ারাতের নিগরান হয়ে মাদানী কাজের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ করম এয়্যসা করে তুঝপে জাহাঁ মে,
এয়্য দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাছী হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

আসুন, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "১৬৩ মাদানী ফুল" থেকে পানি পান করার কিছু মাদানী ফুল শুনে নিই।

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি আলীশান ফরমান: ✱ "উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে (পানি) পান করো না। বরং দুই বা তিনবার (নিঃশ্বাস নিয়ে) পান করো। আর পান করার পূর্বে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করো এবং পান শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলো।" (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৯২) ✱ **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্রে নিঃশ্বাস নিতে বা তাতে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭২৮) প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা জীব জন্তুদের কাজ। তাছাড়া নিঃশ্বাস কখনো বিষাক্ত হয়। তাই নিতান্তই নিশ্বাস ফেলতে হলে, পাত্র থেকে মুখ পৃথক করে নিঃশ্বাস ফেলতে হবে অর্থাৎ নিঃশ্বাস ফেলার সময় মুখ থেকে পানির পেয়ালাটি সরিয়ে নিতে হবে। গরম দুধ বা চা ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা করবেন না। বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ঠান্ডা হওয়ার পরই পান করুন। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) তবে দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে শিফার নিয়্যতে পানিতে ফুঁক দিলে

www.dawateislami.net

তাতে কোন অসুবিধা নেই।" ✱ পান করার পূর্বে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করে নিন। ✱ চুমুক দিয়ে ছোট ছোট ঢোঁকে পান করুন। বড় বড় ঢোঁকে পান করলে যকৃতের **(LEAVER)** রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ✱ পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করুন। ✱ বসে এবং ডান হাতে পানি পান করুন। ✱ পান করার পূর্বে দেখে নিন পাত্রে ক্ষতিকর জিনিস ইত্যাদি আছে কিনা (ইত্তেহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, ৫ম খন্ড, ৫৯৪ পৃষ্ঠা) ✱ পানীয় দ্রব্য পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলবেন। ✱ গ্লাসে অবশিষ্ট মুসলমানের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহারের উপযোগী হওয়া সত্ত্বে তা অযথা ফেলে দিবেন না। ✱ বর্ণিত রয়েছে: سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ অর্থাৎ মুসলমানের উচ্ছিষ্টে শিফা রয়েছে। (আল ফতোয়াল ফিকহিয়্যাতুল কুবরা লি ইবনে হাজর আল হায়তামী, ৪র্থ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা। কাশফুল খিফা, ১ম খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা) পানি পান করার কয়েক মুর্হুতে খালি গ্লাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, গ্লাসের উপর থেকে বেয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গ্লাসের তলায় জমা হয়ে যায়। তাও পান করে নিবেন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরুদ শরীফ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দরুদ শরীফ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

)১ (বুযুর্গরা বলেছেন :যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতে)বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে (এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে,মৃত্যুর সময় ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে রাখার সময়ও,এমনকি সে এটাও দেখবে যে ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৫১ থেকে সংক্ষেপিত(

)২(সমস্ত গুনাহ ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত তাজদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।)প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৬৫(

)৩ (রহমতের সত্তরটি দরজা صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ :

www.dawateislami.net

যে এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে।

)৪(এক হাজার দিনের নেকী جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ :

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত ,ছরকারে মদীনা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :এই দরুদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকেন।)মাজমাউয যাওয়াইদ,খন্ড-১০,পৃষ্ঠা-২৫৪,হাদীস নং-১৭৩(

) ৫ (ছয় লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন :এই দরুদ শরীফকে একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৪৯(

)৬(নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন হুযুর আনোয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মাণিত লোকটি কে !যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

وَسَلَّم ইরশাদ করলেন :সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে।)আল ক্বাউলুল বদী,পৃষ্ঠা-১২৫)

www.dawateislami.net